সিরাতুন নবী

সিরাতুন নবী

মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

অনুবাদ
নাজিবুল্লাহ সিদ্দীকী
মুহাদ্দিস ও আদিব, জামিয়াতুল মানহাল আল কওমিয়া
উত্তরা, ঢাকা

ইত্তিহাদ
পাবলিকেশন

ইত্তিহাদ পাবলিকেশন
কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৭৯-৭৬৪৯২৬, ০১৮৪৩-৯৮৪৯৮৪
Email: ettihadpub@gmail.com
www.facebook.com/Ettihadpublication

বই	সিরাতুন নবী
মূল	মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান
অনুবাদ	নাজিবুল্লাহ সিদ্দীকী
বানানসংশোধন	আহসান ইলিয়াস
প্রথম প্রকাশ	অক্টোবর ২০২২
প্রকাশক	মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক
প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠাসজ্জা	শামীম আল হুসাইন
অনলাইন পরিবেশক	রকমারি.কম, ওয়াফিলাইফ
গ্রন্থস্বত্ব	সংরক্ষিত
মূল্য	৯৫০ (নয়শত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

লেখকের কথা

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারিম!
আম্মা বা'দ!

আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ যে, অধমের প্রতিটি কাজই প্রিয় বাঙালি পাঠকবর্গ প্রচণ্ড উৎসাহ ও অনিঃশেষ উদ্দীপনার সাথে গ্রহণ করেছেন। মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস বাংলাভাষায় প্রকাশের পর যে অপূর্ব উচ্ছ্বাস লক্ষ করেছিলাম, তা আজও আমাকে আন্দোলিত করে। আল্লাহ তায়ালা মুসলিম যুবক ও পাঠকদের এই আবেগ ও অনুভূতি স্থায়ী করুন। আমিন।

সম্প্রতি মাওলানা যুবাঈর সাহেবের মাধ্যমে জানতে পারলাম, তারিখের মধ্যে সংরক্ষিত সিরাতুন নবী অংশটি তারা মাহে মুবারাক, রবিউল আউয়ালের বিশেষ মুহূর্তে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে যাচ্ছেন। এমন উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা আমাদের সাধ্যের মাঝে থাকা সব ধরনের উপায় ও উপকরণ দিয়ে প্রকাশের চেষ্টা করে যেতে হবে। ইত্তিহাদ পাবলিকেশনের এমন প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই, তাদের কার্যক্রমে অফুরন্ত বরকত কামনা করি। প্রিয় পাঠক ও সুধীবৃন্দ,

আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন না, আমি বিগত সময়ে শারীরিকভাবে খুব অসুস্থ ছিলাম। এর মাঝেও আপনাদের ঐতিহাসিক ভূমি সফরের লক্ষ্যে আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আমি অধমের সুস্থতা ও আপনাদের সান্নিধ্যে উপস্থিতির সুযোগ যেন অচিরেই ঘটে, এই দোয়া কামনা করে বিদায় নিচ্ছি।

ওয়াস সালাম।
বান্দা ইসমাইল রেহান
হাসান আবদাল, আটক, ইসলামাবাদ

نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم

اما بعد!

میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ بندہ ناچیز کے ہر کام کو پیارے بنگالی قارئین نے بڑے جوش اور نہ ختم ہونے والے جذبہ کے ساتھ قبول کیا ہے۔ بنگالی زبان میں تاریخ امت مسلمہ کی اشاعت کے بعد میں نے جس حیرت انگیز جوش و خروش کا مشاہدہ کیا وہ آج بھی مجھے متوجہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلم نوجوانوں اور قارئین کے ان جذبات و احساسات کو قائم و دائم رکھے۔ آمین۔

حال ہی میں مجھے مولانا زبیر صاحب کے ذریعے معلوم ہوا کہ وہ تاریخ میں محفوظ سیرت النبی کا حصہ ماہ مبارک ربیع الاول کے خاص موقع پر ایک الگ کتاب میں شائع کرنے والے ہیں۔ ایسا اقدام واقعی قابل تعریف ہے۔ ہمیں ہر ممکن ذرائع اور مواد کے ساتھ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے حقیقی محبت کا اظہار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں اتحاد پبلی کیشنز کی کاوشوں کو سراہتا ہوں اور ان کی کوششوں میں ان کے لیے لامتناہی برکتوں کی خواہش کرتا ہوں۔

پیارے قارئین اور دوستو!

آپ میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے، میں ماضی میں جسمانی طور پر کافی بیمار رہا ہوں۔ اس کے باوجود آپ کی تاریخی سرزمین کی زیارت کی مخلصانہ کوششیں جاری ہیں۔ ناچیز کی صحت اور جلد ہی آپ کی حاضری کے موقع کی دعا کے ساتھ اجازت لے رہا ہوں۔

والسلام

بندہ اسماعیل ریحان

حسن ابدال، اٹک، اسلام آباد

মাওলানা ইসমাইল রেহান : জীবন ও পরিচিতি

সময়ের অন্যতম প্রসিদ্ধ ও বিশ্বস্ত ইতিহাসবিদ, উম্মাহর দরদ-ব্যথা অন্তরে প্রবলভাবে লালনকারী, বিজয়ের শতাব্দীতে উম্মাহর সন্তানদের পুরোনো সেই সোনালি দিনগুলোতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে যিনি জীবন ওয়াকফ করে দিয়েছেন, নিজের কাজের মূল্যায়নে বাংলাদেশি এক মনীষীর সামান্য ক'লাইনের মন্তব্য পেতে নিজেকে যিনি মুহূর্তেই একজন সাধারণ তালিবে ইলমের পর্যায়ে নিয়ে আসেন, সেই অসম্ভব বিনয়ী মানুষটির জীবন নিয়ে আজ সামান্য ক'টি কথা লিখব।

হাফেজ মাওলানা ইসমাইল জন্মেছেন পাকিস্তানের করাচি শহরে। কিন্তু রক্তের সম্পর্ক তার পশ্চিম পাঞ্জাবে। রাজধানী ইসলামাবাদ থেকে ৪০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে এগিয়ে গেলে আটক জেলা। এই জেলাতে অবস্থিত বিখ্যাত কিছু ঐতিহাসিক স্থান। মোগল দরবারের দুজন বিখ্যাত হেকিম ভাইয়ের মাকবারাও এখানে অবস্থিত। এটি পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় এলাকা। এখানেই হাসান আবদাল এলাকায় খালিকদার গ্রামে তাঁর স্থায়ী নিবাস। পূর্বপুরুষরা এখানেই জীবন কাটিয়েছেন। বাবার কর্মস্থলের সুবাদে মাওলানার পরিবার একসময় করাচিতে এসে পড়ে। ফলে তার জন্মস্থান হয়ে পড়ে করাচি। তারিখের হিসেবে পহেলা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১। জনাব আবদুল আজিজ সাহেবের সুপুত্র হিসেবে তার প্রাথমিক নাম রাখা হয় মুহাম্মদ ইসমাইল। লেখালেখির সময় পুরো নাম মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান ব্যবহার করেন। করাচির পুরোনো গোলিমার এলাকায় তিনি বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত করেছেন। হিজরতের পর পূর্ব পাঞ্জাব থেকে লাখো মুহাজির এই এলাকায় এসে বসতি গড়েন। তখন প্রাণচাঞ্চল্যে পূর্ণ ছিল এই এলাকাটি। প্রায় সকল এথনিক মাইনরিটি (ছোট বড় গোত্র ও উপজাতি) এই এলাকায় কালিমার পরিচয়ে একত্রিত হয়েছিলেন। বসবাস করতেন পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য নিয়ে।

পারিবারিকভাবে একটি সাধারণ দীনি পরিবেশে তিনি বেড়ে ওঠেন। মায়ের কাছে দীনিয়াত বিষয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি স্থানীয় স্কুলে প্রচলিত সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করেন। মেধাবী ছাত্র মুহাম্মদ ইসমাইল বিজ্ঞানবিভাগ থেকে ১৯৮৬ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর হঠাৎ জীবনে একটি আচমকা মোড় এসে যায়। সাধারণ শিক্ষা থেকে দীনি শিক্ষায় ধাবিত হন। ভর্তি হন দারুল উলুম কোরঙ্গি করাচিতে। শুরু করেন একদম প্রথম থেকে। কালামে পাকের

হিফজ দিয়ে! কৈশোরের শেষপ্রান্তে এসে হিফজের চ্যালেঞ্জ এতটাও সহজ ছিল না। এই নেয়ামত তিনি তিন বছর কঠোর পরিশ্রম করে অর্জন করেন। এই সময়ে নিয়মিত শায়খুল ইসলামের ইসলাহি মজলিসগুলোতে বসতেন। ব্যক্তিগতভাবে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত তিনি শায়খুল ইসলামের দ্বারাই হয়েছেন। শায়েখের মজলিসে শোনা ইসলামের হারানো ঐতিহ্য ও অতীতের গল্পগুলো তাকে মুগ্ধ করত। স্বপ্ন দেখতেন একদিন বড় হয়ে ইসলামের ইতিহাস নিয়ে শায়খুল ইসলামের মতো গবেষণা করবেন। মুসলিম উম্মাহকে জানাবেন কত সমৃদ্ধ ছিল আমাদের অতীত। আর কত উজ্জ্বল আমাদের ভবিষ্যৎ।

হিফজুল কুরআনের পর বিলম্ব না করে প্রচলিত ধারার স্থানীয় দরসে নিজামিতে ভর্তি হয়ে যান। বাহাদুরাবাদ এলাকায় অবস্থিত জামেয়া মা'হাদুল খলিল আল-ইসলামি থেকে ধারাবাহিক পড়াশোনার মাধ্যমে ১৯৯৫ সালে তাকমিল সমাপন করেন। পরবর্তীতে অবশ্য পুনরায় ২০০১ সালে বেফাকুল মাদারিসে তাকমিল পরীক্ষায় অংশ নেন। অর্থাৎ দু'বার তাকমিল সমাপন করেন তিনি। এর মাঝে সময়ের বিখ্যাত মুহাক্কিক গবেষক আল্লামা আবদুর রশিদ নুমানির শিষ্যত্ব অর্জনেরও সৌভাগ্য হয় তার। গবেষণার নানামুখী শিল্প ও কৌশল তিনি এই সময় রপ্ত করেন। এরই মাঝে সাধারণ শিক্ষা ও এই ক্ষেত্রে কিছু সনদের জন্য নিয়মিত পড়াশোনা চালিয়ে যেতে থাকেন। ২০০৬ সালে করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামের ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে মেজর নিয়ে বি.এ (সমমান) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। একটি প্রাইভেট প্রোগ্রাম ছিল সেটি। এই সময়ে ইসলামের ইতিহাস নিয়ে একটি গবেষণামূলক থিসিস লেখেন তিনি। পড়াশোনার ধারা এরপরেও অব্যাহত থাকে। ২০১০ সালে করাচির উর্দু বিশ্ববিদ্যালয় (ঋটটঅঝঞ) থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন।

বেফাক থেকে তাকমিলের পরপরই কর্মজীবনে পা রাখেন এই তরুণ মাওলানা। দীর্ঘ দুই দশক ধরে নানা বিষয়ে শিক্ষাদান করে আসছেন। আরবি ব্যাকরণের প্রাথমিক স্তরের বিষয় নাহব-সরফ থেকে শুরু করে দাওরায়ে হাদিস বিভাগে মুসলিম শরিফ পর্যন্ত পাঠদান করেছেন। এর মাঝে একাধারে পাঠদান করেছেন ফারসি সাহিত্য, আরবি সাহিত্য, তাফসির, মিশকাত শরিফ, আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ি, ইবনে মাজাহ এবং মুসলিম শরিফ। পাশাপাশি ইসলামের ইতিহাস নিয়ে বিশেষ কোর্সও নিয়েছেন দীর্ঘদিন। বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ নিয়ে কিছুদিন প্রাতিষ্ঠানিক পাঠদান করেছেন। করাচির বিখ্যাত জামিয়াতুর রশিদেও ইতিহাস বিভাগে খণ্ডকালীন অধ্যাপনায় নিয়োজিত আছেন। গবেষণায় ব্যস্ত থাকলেও এখনো পাঠদানের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। মাশা আল্লাহ।

লেখালেখিটা বলা যায় তাকমিলের কিছুকাল পূর্ব থেকেই শুরু করেছিলেন। শুরুতে কলাম, প্রবন্ধ ও ইতিহাস নিয়ে ছোটগল্প লিখতেন। এরপর ধীরে ধীরে ইতিহাসের গলিপথে ও ইসলামি ইতিহাসের আলোকোজ্জ্বল মোহনায় শুরু করেন আনুষ্ঠানিক এবং অনুসন্ধানী প্রবেশ। সুদীর্ঘকাল ধরে ইসলামবিদ্বেষী চিন্তাবিদদের ইসলামপ্রশ্নে শত শত বরং হাজার হাজার অপপ্রচারমূলক সুচিন্তিত মিথ্যাচার, প্রচলিত সমাজে লোকমুখে জন্ম নেওয়া অসংখ্য ঐতিহাসিক অসত্য আর অজ্ঞানতাকে আলোয় নিয়ে আসতে দিনরাত আর বছরকে বছর একাকার করে ফেলেন। এক একটি গবেষণায় ব্যয় করেন বছরের পর বছর। শুধু খাওয়ারিজম শাহের ইতিহাস নিয়েই কাজ করেছেন সুদীর্ঘ প্রায় এক যুগ। সুলতান আইয়ুবিকে নিয়েও যেকোনো সময়ের চেয়ে সর্বাধিক পরিমাণ লিখেছেন তিনি। প্রায় হাজার পৃষ্ঠা। এটি যে-কোনো ভাষায় সুলতানকে নিয়ে করা সবচেয়ে বিস্তারিত কাজ। আফগানিস্তানের ইতিহাস নিয়েও লিখেছেন হাজার পৃষ্ঠার বেশি। যে বিষয়ে হাত দিয়েছেন, বিশুদ্ধতা ও ভারসাম্য বজায় রেখে ইতিহাসের সুনিপুণ ছবি এঁকে প্রতিটি পরতের শিক্ষা নিয়ে এসেছেন উম্মাহর সামনে। সমসাময়িক বেশ কিছু ইতিহাসবিদ শিক্ষণীয় আঙ্গিকে ইতিহাস তুলে ধরলেও এই মাওলানার কলব ও কলম দুটোই তার আবেগকে পাঠকের হৃদয় একদম ছুঁয়ে দিয়েছে। বিস্তৃত অধ্যয়নকারী পাঠকমাত্রই বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারবেন। বিগত প্রায় এক দশক ধরে তিনি কাজ করে চলেছেন মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস নিয়ে। শুরুতে তার পরিকল্পনা ছিল ছয় খণ্ডে সুবিশাল এই কর্মযজ্ঞটি সম্পাদন করবেন। কিন্তু সর্বশেষ অবস্থা কী দাঁড়াবে তা এখনোই নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। সর্বশেষ ভাবনা অনুযায়ী এই সিরিজটি সাত খণ্ডে-ও পৌঁছতে পারে। এই সিরিজের পরিচয় ও তার বৈশিষ্ট্য ইতোমধ্যে বঙ্গীয় সমাজে আলোচিত হয়েছে। আমি নতুন করে শুধু একটি কথাই বলব, উম্মাহর ইতিহাসকে বিশুদ্ধতা ও ইনসাফের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গেছেন এই দেওবন্দি মাওলানা। বারাকাল্লাহু ফীহ!

সাংবাদিকতাতেও তাঁর কমবেশি ঝোঁক ছিল। সেই জায়গা থেকে বেশ কিছু মাসিক ও পাক্ষিকে কাজ করেছেন দীর্ঘদিন। ২০০৬ সাল থেকে ২০০৯ পর্যন্ত মাসিক সুলুক ও ইহসান পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন। শিশুদের জন্য প্রকাশিত সাপ্তহিক 'শিশুদের ইসলাম'-এর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন দীর্ঘ আট বছর। নারীবিষয়ক সাপ্তাহিকী 'খাওয়াতুনে ইসলামে'র সম্পাদনা করেছেন তিন বছর। ২০১০ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত। বিখ্যাত পত্রিকা দৈনিক 'ইসলাম'-এ ধারাবাহিক কলাম লিখছেন দীর্ঘ দুই দশক। তবে কলাম লিখে সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত হয়েছেন 'যরবে মুমিন' পত্রিকায়। প্রায় ২১ বছর ধরে নিয়মিত কলাম

লিখে আসছেন তিনি। বেশকিছু গ্রন্থ এই ধারাবাহিক কলাম থেকেই আলোয় এসেছে। যেমন, তারিখে আফগানিস্তান (এটি খুব শীঘ্রই কালান্তর প্রকাশনী থেকে আসবে), জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ আওর তাতারি ইয়ালগার (সম্প্রতি নাশাত থেকে প্রকাশিত ব্যাপক জনপ্রিয়তা পাওয়া 'খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের ইতিহাস' এই গ্রন্থেরই পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ)।

বর্তমানে কিছু দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পে ব্যস্ত সময় পার করছেন সময়ের অন্যতম প্রসিদ্ধ এই ইতিহাসগবেষক। প্রথমত তারিখের প্রকল্পটি শেষ করার জন্য দিনরাত এক করে কাজ করে যাচ্ছেন। পাশাপাশি নিজ এলাকা হাসান আবদালে উলুমুল কুরআন নামে একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার গুরুদায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। মূলত তার কিছু আত্মীয়ের উদ্যোগে দশ বছর পূর্বে এই প্রতিষ্ঠানটির গোড়াপত্তন হয়। সেই সময় মাওলানা করাচিতে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু সুরা তাওবার ১২২ নং আয়াত তাকে সমুদ্র তীর থেকে নিজ এলাকার উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলে নিয়ে আসে। করাচির মতো মেট্রোপলিটন শহর ছেড়ে তিনি কুরআনে কারিমের আওয়াজ নিজ এলাকায় ছড়িয়ে দিতে একদম গাঁও-গ্রামে এসে পড়েন। আটক জেলার একটি বিখ্যাত জায়গা এই তাহসিল হাসান আবদাল। ইসলামপূর্ব ইতিহাস থেকে শুরু করে মোগল আমলের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসের সাক্ষী এই অঞ্চল। মাওলানার বর্তমান অবস্থান আপাতত এখানেই। দিনরাত গবেষণায় মগ্ন থেকে কাজ করেন আর প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়াদি দেখভাল করেন।

ব্যক্তিগতভাবে তিনি শায়খুল ইসলামের ব্যক্তিত্ব দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত। এ ছাড়াও সময়ের অন্যান্য আলেমের বিশেষত দেওবন্দিধারার আলেমদের তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা করে থাকেন। তার শিক্ষকদের অধিকাংশই দেওবন্দি চেতনার মশালবাহী। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের সকল দলমতকে তিনি সবিশেষ সম্মান করে থাকেন। কোনো রাজনৈতিক দল বা মতের সাথে যুক্ত ছিলেন না কখনো। নিভৃতভাবে কাজ করতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন তিনি। তবে দাওয়াত ও তাবলিগের সাথে বিশেষ সখ্য আছে তার। জীবনের মোড় ঘুরে যাওয়ার পেছনেও এই মেহনতের শুকরিয়া আদায় করেন তিনি। সুযোগ ও অবসর পেলে এখনো দাওয়াত ও তাবলিগের মেহনতে সময় ব্যয় করার চেষ্টা করেন মাওলানা।

মূলত ইতিহাসগবেষণায় প্রসিদ্ধি পেলেও তিনি শিশুদের নিয়েও কিছু কাজ করেছেন। ইসলামি সমাজ বিনির্মাণে শিশুতোষ সাহিত্যের বিকল্প নেই। এই চিরায়ত সত্যটি তিনি কর্মজীবনের শুরুতেই অনুধাবন করেছিলেন। ফলে এখনো শিশুদের পাঠদান করেন। বিশ্বমানের গবেষণার পাশাপাশি শিশুদের নিয়মিত পাঠদান ও তাদের চিরায়ত পরিবর্তনশীল মনস্তত্ত্ব নিয়েও গভীরভাবে

ভাবনাচিন্তা করেন তিনি। শিশুতোষ পত্রিকার সম্পাদনার পাশাপাশি শিশুদের জন্য কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেছেন। এর মাঝে 'আস্তিনের সাঁপ' বেশ সুখপাঠ্য। বর্তমানেও 'এসো বাচ্চারা ইসলামকে জানি' নামে একটি সিরিজ নিয়ে কাজ করছেন। 'এসো বাচ্চারা গল্প শোনো!' নামেও একটি সিরিজ তিনি নির্মাণ করছেন। এ ছাড়াও তার কলামসমগ্র ছেপে এসেছে 'বরাহেরাস্ত' শিরোনামে।

৫০ বছর বয়সি এই মাওলানা নিজেকে উম্মাহর আগামী দিনের পথচলার আয়না তৈরিতে বিলিয়ে দিচ্ছেন। বিশুদ্ধ ইতিহাস ও ইতিহাস থেকে নেওয়া উপযুক্ত শিক্ষাগুলো এমন হৃদয়গ্রাহী মনোভাবে তুলে ধরেন যে, সচেতন ও সামান্য দীনি চেতনাদীপ্ত পাঠকের হৃদয়কেও তা ছুঁয়ে যেতে বাধ্য। তাই তো জনাবের কলাম উম্মাহর সিংহ-শার্দূলরা তাদের মাসিক পত্রিকায় নিয়মিত ছেপে থাকেন। উম্মাহর জন্য তার এই 'মুখলিসানা আন্দাজ' সকলকেই আকৃষ্ট করে। তার রচিত তারিখে উম্মতে মুসলিমাহ প্রকাশিত হবার পর শায়খুল ইসলামের সাথে ফোনালাপেও তাঁর অসাধারণ বিনয় ও অপূর্ব নম্রতা সকলের দৃষ্টি কেড়েছে। মাওলানাসহ যারা নিশিদিন একাকার করে উম্মাহর হারানো গৌরব ও ইতিহাস সময়ের চাহিদানুযায়ী উপস্থাপনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন, সকলের জন্য আন্তরিক দুয়া করতে ভুলবেন না যেন!

ওয়াস সালাম।

যুবাঈর আহমাদ

সূচিপত্র

পৃথিবীর সূচনা ২৭
পৃথিবী কখন সৃষ্টি করা হয় ২৮
হজরত আদম আলাইহিস সালাম ২৯
হজরত নুহ আলাইহিস সালাম ৩৪
আদ ও সামুদ ৩৫
হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের দাওয়াত ৩৫
জমজম ৪০
ছেলের কুরবানি ৪২
কাবাঘর নির্মাণ ৪২
হজরত ইসহাক ও হজরত ইয়াকুব (আলাইহিমাস সালাম) ৪৪
হজরত লুত আলাইহিস সালাম ৪৫
হজরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম ৪৫
হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ৪৬
মিসর এবং মিসরের ফেরাউনরা ৪৭
মিসরের প্রথম খোদা দাবিদার ফেরাউন : ওয়ালিদ বিন মুসআব ৪৮
হজরত মুসা আলাইহিস সালাম ৪৯
বনি ইসরাইলের নবীগণ : কাজি ও রাজাদের যুগ ৫১
অনারব রাজাগণ ৫২
বনি ইসরাইলের পতনযুগ এবং দেশান্তর ৫৩
হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম ৫৪
ইয়াসরিবে ইহুদিদের আগমন ৫৫
খ্রিষ্টবাদে ফাটল ৫৫
হজরত ঈসা আ. ও নবীজির মধ্যভাগে আরবের অবস্থা ৫৮
হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশধর ৫৯
কওমে সাবা, হিময়ারের রাজা এবং তাবাবিয়া ৬০
ইয়েমেনে হাবশিদের কর্তৃত্ব এবং সাইফ বিন যি-ইয়াযানের ৬২
আজাদি আন্দোলন ৬২
জাহিলিযুগে বিভিন্ন আরব রাজত্ব ৬৩
হেরাত রাজ্য ৬৩

মাজদাকিয়াত এবং হেরাত রাজ্য ৬৪
বনু গাসসান ৬৫
বহিঃশত্রুর আক্রমণের টার্গেটে আরব ৬৬
মক্কা উপত্যকা ৬৭
বনু জুরহুমের দখলমুক্তি এবং বনু খুজাআর কর্তৃত্ব স্থাপন ৬৮
মূর্তিপূজার সূচনা ৬৯
কুরাইশের উদ্ভব ৭০
হাশিম ৭২
কুরাইশের উত্থান ৭৩
ইয়াসরিবে ইহুদিদের আগমন ৭৪
ইয়াসরিবের আউস-খাযরাজ এবং ইহুদিদের বিরোধ ৭৭
তায়েফ ৭৮
পৃথিবী ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ৭৯
হিন্দুধর্ম ৭৯
বৌদ্ধধর্ম ৮০
ইরানের ধর্মীয় অধঃপতন ৮১
চীনের আকিদা-বিশ্বাসের অবস্থা ৮৩
ইউরোপের নৈতিক অবক্ষয় এবং আধ্যাত্মিক অধঃপতন ৮৩
গ্রিকদর্শন ৮৫
শুধুই শব্দের ফুলঝুড়ি ৮৬
গোমরাহিতে জর্জরিত ইহুদিজাতি ৮৭
আরবদের ধর্মীয় অবস্থা ৮৯
আরবদের নৈতিক অবস্থা ৯২
আবদুল মুত্তালিব ৯২
আবদুল্লাহ ৯৪
জাজিরাতুল আরবের উপর ঐশী-তত্ত্বাবধান কেন? ৯৫
ইতিহাসের শিক্ষা ৯৮
মানবেতিহাসের সবচেয়ে বড় বিপ্লব ১০৩
দুরুদ ও সালাম ১০৪
আসন্ন বসন্তের পূর্বাভাস ১০৫
হস্তীবাহিনীর ঘটনা : একটি অদৃশ্য ইঙ্গিত ১০৮
সৃষ্টির ঊষাকাল ১১০
পবিত্র শিশু ১১৫

মায়ের সাথে ইয়াসরিব সফর ১১৬
মা আমিনার অফাত এবং আবদুল মুত্তালিবের তত্ত্বাবধান ১১৬
আবদুল মুত্তালিবের অফাতের পর ১১৭
সুন্দর শৈশব ১১৯
শাম সফর এবং বাহিরা পাদরির সাক্ষ্য ১১৯
হারবুল ফিজারে অংশগ্রহণ ১২২
সাইফ বিন যি-ইয়াযানের অফাত এবং দক্ষিণ আরবের উপর পারস্যের কর্তৃত্ব ১২৩
হালাল উপার্জনের জন্য পরিশ্রম ১২৩
হিলফুল ফুযুল ১২৪
ঈর্ষণীয় তারুণ্য, ব্যবসা ও বিয়ে ১২৪
বৈবাহিক জীবন ১২৫
হজরত যায়েদ বিন হারিসার দায়িত্বগ্রহণ ১২৬
নবীজির পারিবারিক জীবন ১২৭
কাবা শরিফ নবনির্মাণ ১২৮
ঘরোয়া দায়িত্ব ১২৯
যায়েদ বিন হারিসার সঙ্গে উম্মে আইমানের বিয়ে ১৩০
সৃষ্টির সেবা : নবীজির অনন্য বৈশিষ্ট্য ১৩০
বনু হাশিমের সূর্য ১৩১
নবুওয়াতের আমানত যখন অর্পিত হলো ১৩৩
জিনদের আসমান-গমন নিয়ন্ত্রণ ১৩৩
প্রথম ওহি ১৩৫
পৃথিবীতে ইলম ও কলমের ধারণা ১৩৭
গুরুদায়িত্ব ১৩৮
ওহি বন্ধ হওয়া এবং নবীজির বেচাইনি ১৩৯
গোপনে দাওয়াত ১৪১
ইসলামি দাওয়াতের ধরন কী ছিল? ১৪১
ইসলামি দাওয়াতে গোপনীয়তা রক্ষা এবং সতর্কতা ১৪৩
আবু জর গিফারির ইসলামগ্রহণ ১৪৪
তাওহিদের ঘোষণা এবং মুমিনদের পরীক্ষা ১৪৭
প্রকাশ্য দাওয়াত ১৪৯
আবু লাহাবের ধৃষ্টতার জবাব ও সুরা লাহাব নাজিল ১৫০
আবু লাহাব ও তার স্ত্রীর উৎপীড়ন ১৫০

আবু তালেবের উপর কুরাইশের বলপ্রয়োগ : নবীজির জবাব ১৫১
সাহাবিদের উপর জুলুম-অত্যাচার ১৫২
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর অত্যাচার ১৫৩
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রাণপ্রিয় ব্যক্তিত্ব নবীজি ১৫৩
নবীজিকে অপমান ১৫৪
আবু জাহলের নোংরামী ১৫৬
নবুওয়াতের দায়িত্ব এবং পারিবারিক জীবন ১৫৬
পুত্রসন্তানদের মৃত্যু এবং মুশরিকদের দোষারোপ ১৫৯
ছেলেদের মৃত্যু ও আল্লাহ তায়ালার হেকমত ১৫৯
নতুন উম্মতের সৃষ্টি ১৬০
দাওয়াতি তৎপরতা ১৬২
উকাজ বাজারে ইসলামের দাওয়াত (শাওয়াল নবুওয়াত ৪বর্ষ) ১৬২
জিমাদ আযদির ইসলামগ্রহণ ১৬৪
কুরআনের প্রভাবের ব্যাপারে মুশরিকদের স্বীকারোক্তি ১৬৪
উতবা বিন রবিয়ার সঙ্গে কথোপকথন ১৬৬
তুফাইল বিন আমর দাওসির ইসলামগ্রহণ ১৬৮
অভয়াশ্রমের খোঁজে : হাবশায় হিজরত ১৬৯
হাবশায় প্রথম হিজরত ১৭১
উম্মে আবদুল্লাহ এবং উমর বিন খাত্তাবের কথোপকথন ১৭২
হাবশায় আশ্রয় ১৭৩
সাহাবায়ে কেরামের ধৈর্য ও অবিচলতার বিধান ১৭৪
ইসলামের নতুন ত্রাণকর্তা ১৭৫
হজরত উমরের ইসলাম গ্রহণ ১৭৬
আশার বাণী ১৭৬
হজরত উমরের চুপিসারে নবীজির তেলাওয়াত শ্রবণ ১৭৭
হাবশার মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন ১৮৩
আবারো জুলুমের সম্মুখীন ১৮৫
দ্বিতীয়বার হাবশা হিজরত ১৮৬
নাজাশির দরবারে কুরাইশের প্রতিনিধিদল ১৮৭
নাজাশির সাহায্যের জন্য মুসলমানদের ভাবনা এবং প্রস্তুতি ১৮৯
হাবশার মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তনের সময়কাল ১৮৯
হাবশায় হিজরতের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ১৯১
হাবশা হিজরতের শিক্ষা ১৯২

সামাজিক বয়কট ১৯৩
শা'বে আবু তালেবে সীমাহীন কষ্ট-দুর্দশা ১৯৩
অভাবের একটি চিত্র ১৯৪
রোম-পারস্যের লড়াই এবং কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী ১৯৫
হাবশার পথে হজরত আবু বকরের রওনা এবং মাঝপথ থেকেই ফেরত আসা ১৯৭
শে'বে আবু তালেবের বয়কট থেকে মুক্তি ১৯৯
হজরত খাদিজার ইনতেকাল ২০০
আবু তালেবের অফাত ২০২
হজরত সাওদা ও হজরত আয়েশার সাথে বিবাহ ২০২
চাঁদ বিদীর্ণ হওয়ার অলৌকিক ঘটনা ২০৩
তায়েফ সফরের মর্মান্তিক ঘটনা ২০৪
জিনদের ইসলামগ্রহণ ২০৮
দ্বিতীয়বার মক্কায় প্রবেশ ২০৮
হিজরতভূমি ২১০
ইয়াসরিবের প্রথম মুসলমান ২১০
বুআস যুদ্ধ এবং তার প্রভাব ২১১
ইয়াসরিবের প্রথম কাফেলার ইসলামগ্রহণ ২১৩
প্রথম আকাবার বাইয়াত ২১৫
মেরাজ সফর ২১৭
দ্বিতীয় আকাবার বাইয়াত ২২০
বাইয়াতে উপস্থিত আরো কিছু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ২২১
সাহাবিদের হিজরত ২২২
নবীজির হিজরত ২২৪
হত্যার ষড়যন্ত্র ২২৫
হিজরতের নির্দেশ : আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে নবীজি ২২৫
হিজরতের সফরের দূরদর্শিতা ২২৮
আমার কওম যদি আমাকে না বের করে দিত! ২২৮
গারে সাওরে আত্মগোপন এবং কুরাইশের টোপ ২৩০
গারে সাওর থেকে হিজরতভূমির উদ্দেশে ২৩১
সুরাকা বিন মালিকের জন্য সুসংবাদ ২৩৪
গারে সাওরের আয়াতের আলোকে হজরত আবু বকরের মর্যাদা ২৩৫
ইমাম রাজি রহ. এর তাত্ত্বিক আলোচনা ২৩৫

প্রথম ইসলামি হুকুমত ২৩৮
কুবায় আগমন ২৩৮
মসজিদে কুবা নির্মাণ ২৩৯
মদিনায় আশেকে রাসুলদের এক অবিস্মরণীয় সংবর্ধনা ২৪০
বনু নাজ্জারের শিশুদের গান ২৪১
ইয়াসরিব এখন মদিনাতুন-নবী, নবীজির শহর ২৪২
মসজিদে নববি : ইসলামের নতুন কেন্দ্র ২৪২
ইসলামি ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ২৪৩
পরিবারকে মক্কা থেকে মদিনায় স্থানান্তর এবং তাদের আবাসনের ব্যবস্থা ২৪৩
আসহাবে সুফফাহ : ইসলামের প্রথম মাদরাসা ২৪৪
যুহর, আসর ও ইশার চার রাকাত নামাজ ফরজ হওয়া এবং আজানের বিধান অবতীর্ণ ২৪৪
ইসলামি হুকুমতের সামনে নতুন বিপদ ২৪৫
আবদুল্লাহ বিন উবাই : মুনাফিকদের সরদার ২৪৬
ইহুদি ২৪৮
মদিনার অঙ্গীকার ২৪৮
কুরাইশ কর্তৃক মুসলমানদের মদিনা থেকে বের করে দেওয়ার অপচেষ্টা ২৫০
কুরাইশ কর্তৃক পথ-অবরোধ ২৫০
মদিনার উপর কুরাইশের আক্রমণের আশঙ্কা ২৫১
জিহাদের অনুমতি ২৫১
মক্কায় কেন জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়নি? ২৫২
জিহাদের উদ্দেশ্য ২৫৩
অভ্যন্তরীণ ও বহিঃআক্রমণের আশঙ্কা ২৫৪
প্রাথমিক তৎপরতা ২৫৫
কুরাইশের দুর্বলতা : অরক্ষিত বাণিজ্যপথ ২৫৬
গাজওয়া এবং সারিয়া ২৫৭
সংবাদ সংগ্রহপদ্ধতি ২৫৯
সারিয়ায়ে আবদুল্লাহ বিন জাহাশ ২৬০
কাবাকে কিবলা বানাবার বিধান অবতীর্ণ ২৬২
আশুরার রোজা ২৬২
রমজানের রোজা ফরজ হওয়া ২৬৩
গাজওয়ায়ে বদর ২৬৫
শিশুদের জিহাদি স্পৃহা ২৬৫

বাণিজ্য-কাফেলার পরিবর্তে মক্কার সশস্ত্র বাহিনীর মুখোমুখি ২৬৬
যুদ্ধের সূচনা ২৬৯
শাহাদাতের তামান্না ২৭১
আনসারি তরুণদের জিহাদি জযবা ২৭১
মুশরিকদের শোচনীয় পরাজয় ২৭৪
ফেরেশতার মাধ্যমে সাহায্য ২৭৫
উমাইয়া ইবনে খালাফকে হত্য ২৭৭
এই উম্মতের ফেরাউন ২৭৮
বদরযুদ্ধে উভয়পক্ষে হতাহতের সংখ্যা ২৭৯
যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে আচরণ ২৭৯
রাসুলুল্লাহর জামাতার গ্রেফতারি ২৮০
শরিয়তে সদকাতুল ফিতরের বিধান ২৮১
শরিয়তে ঈদের নামাজের বিধান ২৮১
ঈদের মাঠে রাসুলুল্লাহর নিয়মিত আমল ২৮২
মাতৃজাতির উদ্দেশ্যে বিশেষ নসিহত ২৮২
জাকাতের বিধান ২৮২
বদরযুদ্ধের প্রভাব ২৮৩
হাবশা অভিমুখে কুরাইশদের প্রতিনিধিদল ২৮৩
হজরত আলির সঙ্গে হজরত ফাতেমার শুভবিবাহ ২৮৪
ইহুদিদের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযান গাজওয়ায়ে বনু কাইনুকা ২৮৬
গাজওয়ায়ে সাবিক ২৮৭
কাব বিন আশরাফের গুপ্তহত্যা ২৮৭
হজরত উম্মে কুলসুম রা. এর বিবাহ ২৮৯
সারিয়া যিকারদা ২৮৯
গাজওয়ায়ে উহুদ ২৯১
উহুদ পাহাড়ের দিকে অগ্রসরতা এবং মুনাফিকদের বিরোধিতা ২৯২
প্রতিরক্ষা-কৌশল ২৯৩
কুরাইশ বাহিনীর কিছু উল্লেখযোগ ব্যক্তি ২৯৫
মুসলিম-বাহিনীর সৈন্যবিন্যাস ২৯৬
আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বীরত্ব ২৯৮
সামষ্টিক হামলা এবং মুসলমানদের বিজয় ২৯৯
যুদ্ধের পটপরিবর্তন ২৯৯
নবীজির হেফাজতে সাহাবিদের তুলনাহীন জানবাজি ৩০০

বিক্ষিপ্ত মুসলমানদের হিম্মত এবং জান্নাতের আগ্রহ ৩০২
নবীজির সন্ধানলাভ এবং সাহাবিদের অবর্ণনীয় আনন্দ ৩০৩
পর্বত-চূড়ায় আরোহণ ও সাহাবিদের সীমাহীন আত্মত্যাগ ৩০৪
উবাই বিন খালাফের জাহান্নামের টিকিটপ্রাপ্তি ৩০৪
উহুদ পাহাড়ের ঘাঁটিতে ৩০৫
আহতদের শুশ্রূষা, প্রশান্তি অবতরণ ৩০৬
আবু সুফিয়ানের সঙ্গে কথোপকথন ৩০৭
গোয়েন্দাবৃত্তির জন্য হজরত আলির যাত্রা ৩০৮
উহুদের শহিদগণ ৩০৮
আমর বিন জামুহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ৩০৯
হানযালা : ফেরেশতারা যার গোসল দিয়েছেন ৩০৯
মুসআব বিন উমাইরের অর্ধেক কাফন ৩১০
এক শহিদের সর্বশেষ কথা ৩১০
হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর লাশ ৩১০
কে জিতলো আর কে হারলো? ৩১২
গাজওয়ায়ে হামরাউল আসাদ ৩১৩
উম্মে উমারার স্পৃহা ৩১৩
কয়েকটি গভীর ক্ষত ৩১৫
রাজি ট্রাজেডি ৩১৫
ইসলামের মহোত্তম চরিত্রের একটি উপমা ৩১৭
রাসুলুল্লাহর প্রতি সাহাবিদের মহব্বতের বিস্ময়কর ঘটনা ৩১৮
বি'রে মাউনার মর্মান্তিক ঘটনা ৩১৮
পূর্বাঞ্চলের অভিযান : জিহাদের বিস্তৃত পরিধি ৩২২
গাজওয়ায়ে বনু লাহয়ান ৩২২
হজরত আবু বকরের মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকায় অভিযান পরিচালনা ৩২৩
নজদ ও বাতনে উরানায় অতর্কিত আক্রমণ ৩২৩
অভিযানগুলোর প্রতিক্রিয়া ৩২৩
জিহাদের মাঝেই ইসলামের দাওয়াত ৩২৪
ইহুদিদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযান গাজওয়ায়ে বনু নাজির ৩২৫
গাজওয়ায়ে বদরুল মাওইদ (যুলকাদা ৪ হিজরি) ৩২৫
ইহুদি আবু রাফের হত্যা (যিলহজ ৪ হিজরি) ৩২৬
উত্তরাঞ্চলের অভিযান ৩২৭
গাজওয়ায়ে দুমাতুল জানদাল ৩২৭

গাজওয়ায়ে বনু মুসতালিক এবং ইফকের ঘটনা ৩২৯
মুনাফিকদের ভ্রষ্টাচার ৩৩০
ইফকের ঘটনা ৩৩২
গাজওয়ায়ে খন্দক ৩৩৬
পরিখার নকশা এবং খননকার্য ৩৩৭
নৈশ-আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থাপনা ৩৪০
সাহাবায়ে কেরামের রণোদ্দীপক ও প্রশংসামূলক কবিতা আবৃত্তি ৩৪০
পূর্ব-প্রাচ্য বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী ৩৪১
এক সাহাবির ঘরে দাওয়াত ও নবীজির মুজেযা ৩৪২
জোটবাহিনীর আগমন এবং মদিনা অবরোধ ৩৪২
বনু কুরাইজার চক্রান্ত ৩৪৩
হজরত সাফিয়া এবং যুবাইর বিন আওয়ামের সাহসিকতা ৩৪৫
নাওফাল বিন আবদুল্লাহর মৃত্যু ৩৪৬
কুরাইশের সামনে অবনত হতে আনসারদের অস্বীকৃতি ৩৪৬
সাদ বিন মুআজের জখম ৩৪৭
আমর বিন আবদে ওয়াদ্দের হত্যা ৩৪৮
জোটে ভাঙ্গন ৩৪৯
ঝড়ের মৌসুম এবং জোটবাহিনীর ব্যর্থ প্রত্যাবর্তন ৩৫২
গাজওয়ায়ে বনু কুরাইজা ৩৫৩
খন্দক পরবর্তী কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ৩৫৮
১. নবীজি সা. এর সঙ্গে যায়নাব বিনতে জাহশের বিবাহ ৩৫৮
[যুলকাদা ৫হিজরি] ৩৫৮
২. নবীজি সা. এর সঙ্গে উম্মে হাবিবার বিবাহ ৩৬০
৩. সারিয়া আবু উবাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু (সাইফুল বাহর) ৩৬০
৪. মক্কার তিনজন নিপীড়িত মুসলমানের মুক্তি ৩৬১
৫. সারিয়া উকাশা বিন মিহসান ও সারিয়া মুহাম্মদ বিন মাসলামা রা. ৩৬৩
৬. সারিয়া যায়েদ বিন হারিসা রা. এবং আবুল আস বিন রাবির ইসলাম গ্রহণ ৩৬৪
৭. সারিয়া যায়েদ বিন হারিসা রা. এবং উম্মে কিরফার হত্যা ৩৬৫
৮. মুরতাদদের শাস্তি (৬ষ্ঠ হিজরি) ৩৬৬
হুদাইবিয়াসন্ধি ৩৬৭
কুরাইশের সঙ্গে আলোচনা ৩৬৭
বাইয়াতে রিদওয়ান ৩৬৮

কুরাইশের সন্ধির আকাঙ্ক্ষা ৩৭০
সন্ধির শর্তাবলি ও তার বিশ্লেষণ ৩৭০
চুক্তি লিপিবদ্ধ করতে কুরাইশের আপত্তি এবং নবীজির অন্তহীন উদারতা ৩৭৩
সহনশীলতা এবং আনুগত্যের কঠিন পরীক্ষা ৩৭৫
আবু বাসিরের কর্মযজ্ঞ ৩৭৬
আবু বাসির-এর কর্মযজ্ঞ প্রসঙ্গে ড. আকরাম যিয়ার পর্যালোচনা ৩৭৭
সন্ধির প্রভাব ৩৭৯
খালিদ বিন ওয়ালিদ ও আমর বিন আস-এর ইসলামগ্রহণ ৩৭৯
অগ্রগামী যুদ্ধের সূচনা ৩৮০
খাইবার : ইহুদি-ষড়যন্ত্রের আখড়া ৩৮০
গাজওয়ায়ে খাইবারের পূর্বপ্রস্তুতি : ইয়াসির বিন রিযামের হত্যা ৩৮১
গাজওয়ায়ে যি-কারাদ এবং এক কমবয়সি সাহাবির দুঃসাহসিক ঘটনা ৩৮১
গাজওয়ায়ে খাইবার ৩৮৫
কামুস দুর্গ বিজয় এবং মারহাবের হত্যা ৩৮৬
হজরত আলির হাতে মারহাবের মৃত্যু ৩৮৭
যুবাইর বিন আওয়ামের হাতে ইহুদি ইয়াসিরের হত্যা ৩৮৭
খাইবারের অন্যান্য দুর্গ বিজয় ৩৮৮
সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার বিয়ে ৩৯০
ফাদাক এবং ওয়াদিল কুরা বিজয় ৩৯০
ইহুদিদের আরেকটি ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ৩৯১
ইহুদিদের সঙ্গে চাষাবাদ-চুক্তি ৩৯২
হাবশার মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন ৩৯২
হজরত আবু হুরাইরার আগমন ৩৯৩
হুদাইবিয়ার সন্ধি এবং খাইবারযুদ্ধের পর মদিনার হুকুমতের অবস্থান ৩৯৪
গাজওয়ায়ে যাতুর রিকা ৩৯৫
সালাতুল খাওফ ৩৯৬
আসহামা নাজাশির মৃত্যু ৩৯৬
সুমামার গ্রেফতারি এবং মক্কার খাদ্য রফতানিপথ বয়কট ৩৯৭
শত্রুতা সত্ত্বেও মক্কাবাসীর উপর নবীজির অনুকম্পা ৩৯৯
রাষ্ট্রপ্রধানদের ইসলামের দাওয়াত ৪০০
বাদশাহদের নিকট পত্র প্রেরণের তত্ত্ব ৪০০
হিরাকলকে ইসলামের দাওয়াত ৪০২
হিরাকল ও আবু সুফিয়ানের কথোপকথন ৪০২

হিরাকলের কাছে নবীজির পত্র এবং তার সম্প্রদায়ের সঙ্গে আলাপ ৪০৬
হিরাকলের জবাবিপত্র এবং উপহারসামগ্রী ৪০৭
রোমানদের কাছে নবীজির পত্র সংরক্ষণ ৪০৮
হারিস বিন আবু শিমরের নিকট নবীজির পত্র ৪০৮
মিশর অধিপতি মুকাওকিসের নামে পত্র ৪০৮
কিসরা পারভেজের নামে পত্র ৪১০
নাজাশির নামে পত্র ৪১২
আরবের বিভিন্ন শাসকের নামে পত্র ৪১৩
উমরাতুল কাযা ৪১৪
মাইমুনা বিনতে হারিস রা. এর সঙ্গে বিবাহ ৪১৬
যায়নাব রা. এর ইনতেকাল ৪১৭
মুতাযুদ্ধ ৪১৮
যাতুস সালাসিল যুদ্ধ ৪২৩
কুরাইশের সঙ্গে চুক্তিভঙ্গ হওয়া ৪২৪
মক্কা বিজয় ৪২৬
মক্কায় অতর্কিত আক্রমণ ৪২৭
হজরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ৪২৯
আবু সুফিয়ান বিন হারিসের ইসলামগ্রহণ ৪২৯
আবু সুফিয়ান বিন হারবের ইসলামগ্রহণ ৪৩০
মুসলিম-বাহিনীর দর্শনলাভ ৪৩১
বিজয়ীবেশে মক্কায় প্রবেশ ৪৩২
হত্যা করতে এসে জানবাজে পরিণত ৪৩৪
জীবন-মরণ একসাথেই ৪৩৫
গাজওয়ায়ে হুনাইন ৪৩৭
তায়েফ অবরোধ ৪৩৯
দুধবোন শায়মা রাদিয়াল্লাহু আনহার সঙ্গে সাক্ষাৎ ৪৪১
হালিমা রা. এর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং তার প্রতি সম্মানপ্রদর্শন ৪৪১
বনু হাওয়াজিনের বন্দিদের মুক্তি ৪৪২
গাজওয়ায়ে হুনাইনের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ৪৪৩
আবু মাহযুরার ইসলামগ্রহণ ৪৪৩
মক্কা থেকে মদিনায় প্রত্যাবর্তন ৪৪৩
আত্তাব বিন উসাইদের নেতৃত্বে হজ পালন ৪৪৪
গাজওয়ায়ে তাবুক ৪৪৫

মুসলিম-বাহিনীর তাবুকের পথে যাত্রা ৪৪৮
কওমে সামুদের ধ্বংসাবশেষ অতিক্রম করার সময় নবীজির ভয় ৪৪৯
তাবুকে অবস্থান এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দখল ৪৫০
শরিয়ত কর্তৃক জিজিয়ার অনুমোদন ৪৫১
উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রত্যাবর্তনের পরামর্শ ৪৫১
কায়সারের দূতকে ইসলামের দাওয়াত ৪৫২
গাজওয়ায়ে তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তন এবং মসজিদে জিরার ধ্বংস করা ৪৫২
মদিনায় আগমন এবং উম্মে কুলসুম রা. এর মৃত্যু ৪৫৩
নিষ্ঠাবান তিন সাহাবির পরীক্ষা : হজরত আবু লুবাবার তাওবা ৪৫৪
কাব বিন মালিক এবং তার সঙ্গীদের তাওবা ৪৫৫
বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের আগমন ৪৫৮
তায়েফের প্রতিনিধিদল ৪৫৮
বনু তামিম প্রতিনিধিদল ৪৫৯
আদি বিন হাতেম রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণ ৪৬০
আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের মৃত্যু ৪৬২
ইসলামের দিকে দলে দলে মানুষের আগমন ৪৬৩
হজ ফরজ হওয়া এবং সর্বপ্রথম হজ ৪৬৪
নাজরানের পাদরিদের সাথে বিতর্ক ৪৬৯
জাকাত উসুলকারী নিযুক্তীকরণ ৪৭০
অন্যান্য প্রতিনিধিদলের আগমন ৪৭০
কতিপয় দুর্ভাগা লোক ৪৭০
বিদায় হজ ৪৭৩
গাদিরে খুম-এর ভাষণ ৪৭৮
আখেরাতের সফর ৪৮১
রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান ও তার প্রস্তুতি ৪৮২
হজরত উসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্ব ৪৮৩
মরণব্যাধির সূচনা ৪৮৪
উসামা-বাহিনীর যুদ্ধযাত্রা ৪৮৪
হজরত আয়েশার কামরায় আখেরি অবস্থান ৪৮৫
উম্মতের উপর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ ৪৮৬
সর্বশেষ ইমামতি ৪৮৬
হজরত আবু বকরকে ইমামতির নির্দেশ ও নায়েব বানানোর ইঙ্গিত ৪৮৭
রাসুলুল্লাহ কী অসিয়ত লিখতে চেয়েছিলেন? ৪৮৯

হজরত আলিকে সম্বোধন করে অসিয়ত ৪৯১
মসজিদে নববিতে শেষবারের মতো গমন ৪৯২
উম্মতের প্রতি সর্বশেষ ভাষণ ৪৯৩
হজরত আবু বকর সিদ্দিকের অনুগ্রহ ৪৯৩
উসামা বিন যায়েদের আমির হওয়াই চূড়ান্ত ৪৯৩
কবরকে সেজদাস্থল বানানোর নিষেধাজ্ঞা ৪৯৪
আনসারি সাহাবিদের সাথে উত্তম আচরণ প্রদর্শনের তাগিদ ৪৯৪
হজরত উসামা বিন যায়েদের জন্য নীরব দোয়া ৪৯৫
দুনিয়ার উপকরণ থেকে সম্পর্কহীনতা ৪৯৫
জীবনের শেষদিন- অফাতকাল ৪৯৭
আখেরি অসিয়ত : নামাজের প্রতি গুরুত্বারোপ এবং দুর্বলদের উপর সদয়তা ৫০০
রাসুলুল্লাহর বিয়োগব্যথায় সাহাবায়ে কেরামের অস্থিরতা ৫০২
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঐতিহাসিক ভাষণ ৫০৩
মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব দেওয়ার প্রশ্ন ৫০৫
সোমবার বিকেল : সাকিফায়ে বনু সায়িদায় কী হয়েছিল? ৫০৬
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইয়াত সম্পন্ন ৫১২
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বাইয়াত নিলেন কেন? ৫১২
নবীজির কাফন-দাফন ৫১৩
নায়েবে রাসুলের হাতে দস্তুরমতো বাইয়াত ৫১৪
বাইয়াতের ক্ষেত্রে হজরত আলি ও হজরত যুবাইরের বিলম্ব ও তার কারণ ৫১৫
বাইয়াতের পর আবু বকর রা. এর প্রথম ভাষণ ৫২০
চিরদিনের জন্য চোখের আড়াল হয়ে গেল রিসালাত-প্রদীপ ৫২২
জানাজা ও দাফন কাজে বিলম্ব কেন? ৫২৩
কাফন-দাফনের পূর্বেই খেলাফতের সমস্যা-সমাধান কেন আবশ্যক ছিল? ৫২৪
সাহাবায়ে কেরামের বিরহ-বেদনা ৫২৫
শামায়েলে মুসতফা ৫২৮
নবীজির দৈহিক আকৃতির বিবরণ ৫৩০
নবীজির দৈহিক আকার-আকৃতি ৫৩০
উত্তম চরিত্রের বিবরণ ৫৩২
ব্যবস্থাপনাগত সৌন্দর্য ৫৩৪

তার মজলিসের সৌন্দর্য ৫৩৫
প্রফুল্লতা ও হাসিখুশি স্বভাব ৫৩৬
রুগ্‌ণ ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষা ৫৩৭
জিকির ও ইবাদত ৫৩৭
আল্লাহর জিকির ও খোদাভীতি ৫৩৭
নবীজির ঘরোয়া জীবন ৫৩৮
নবীজির কথাবার্তা ৫৪১
শিশুদের প্রতি ভালোবাসা ৫৪১
নবীজির চিত্তাকর্ষক হাস্যরস ৫৪৩
শ্রদ্ধানিবেদন... নবীজির তরে ৫৪৭
সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজনকে সালাম ৫৪৮
নবী-জীবনের সালভিত্তিক নকশা ৫৫০
মক্কিযুগ (নবুওয়াতের পূর্বপর্যন্ত) ৫৫১
মক্কি-যুগের পর নবুওয়াতপ্রাপ্তি ৫৫৪
মাদানি-যুগ ৫৬০
হিজরি সালভিত্তিক কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ৫৭৭
হিজরি-১ (৬২২-৬২৩ খ্রিষ্টাব্দ) ৫৭৭
হিজরি- ২ (৬২৩-৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ) ৫৭৭
হিজরি-৩ (৬২৪-৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ) ৫৭৮
হিজরি-৪ (৬২৫-৬২৬ খ্রিষ্টাব্দ) ৫৭৮
হিজরি-৫ (৬২৬-৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ) ৫৭৮
হিজরি-৬ (৬২৭-৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ) ৫৭৯
হিজরি-৭ (৬২৮-৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ) ৫৭৯
হিজরি-৮ (৬২৯-৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ) ৫৮০
হিজরি-৯ (৬৩০-৬৩১ খ্রিষ্টাব্দ) ৫৮০
হিজরি-১০ (৬৩১-৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ) ৫৮১
হিজরি-১১ (৬৩২-৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দ) ৫৮১
জ্ঞাতব্য ৫৮২
সিরাতে মুসতফার পয়গাম ৫৮৩
ইসলাম কি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে প্রসার লাভ করেছে? ৫৮৬
প্রাণের ক্ষয়ক্ষতি কম; কিন্তু উপকারিতা অনেক ৫৮৯
ইতিহাসের শিক্ষা ৫৯১

পৃথিবীর সূচনা

দুনিয়া বড়ই বিস্ময়কর! বিস্ময়কর আমাদের জীবন, আমাদের রুহ-আত্মা, গোশত-চামড়ায় সুগঠিত আমাদের এই দেহ, যাতে অনুভব-অনুভূতি, কথা বলা ও নড়াচড়ার শক্তি আছে। আমরা প্রত্যেকেই নিজেদের দেহের অভ্যন্তরে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটি হৃৎপিণ্ড বয়ে বেড়াই, যা সারাক্ষণ অবিরাম স্পন্দিত হয়। মানবদেহে হাজার মাইল দীর্ঘ পশমের মতো একটি সূক্ষ্ম শিরা রয়েছে, যা প্রতিটি কোষে নির্বিঘ্নে রক্ত সঞ্চালনে সহায়তা করে থাকে। আমরা আজ থেকে শতাব্দীকাল পূর্বে ছিলাম না এবং পরেও থাকব না। আমরা যেমন নশ্বর, তেমনি এই দুনিয়াও ক্ষণস্থায়ী। এমন ক্ষণস্থায়ী হওয়ার পরেও পৃথিবীকে কত নৈপুণ্য, পবিত্রতা ও শৃঙ্খলা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে! যতই অনুসন্ধান ও গবেষণা করা হয়, আকল-বুদ্ধি লোপ পেয়ে একপর্যায়ে আমাদের ভাবনার সীমানা গণ্ডিবদ্ধ হয়ে পড়ে। তবে শুরু থেকেই খুব জোর দিয়ে এই প্রশ্নের অবতারণা করা হচ্ছে যে, এই পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন, তার উদ্দেশ্যই-বা কী? যারা এসব প্রশ্নের উত্তরে কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনার প্রয়োজন অনুভব করে না এবং অদৃশ্যের প্রতি ঈমান রাখে না, তারা সর্বদা দ্বিধা-সংশয়ে জর্জরিত থাকবে। কোনো রিসার্চ ও গবেষণাই তাদেরকে এই অন্ধত্ব থেকে মুক্তি দিতে পারবে না।

হ্যাঁ, যে ব্যক্তি স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখে, রাসুলদের মর্যাদার প্রতি ঈমান রাখে এবং আসমানি শিক্ষার প্রয়োজন স্বীকার করে, তার কাছে এই প্রশ্নগুলো কখনো ধোঁয়াশাপূর্ণ হয়ে থাকবে না; দিবালোকের ন্যায় ভাস্বর হয়ে উঠবে। কারণ, প্রত্যেক নবী তার দাওয়াত শুরু করেন এসব প্রশ্নের উত্তর দিয়েই– এই দুনিয়া আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, সমগ্র বিশ্বজাহান তারই সৃষ্টি, তিনি সর্বদা ছিলেন, সর্বদা থাকবেন, তাকে কেউ সৃষ্টি করেনি, তার কোনো সন্তান নেই, তিনি সবকিছু সম্পর্কে অবগত, সব জিনিস তার নিয়ন্ত্রণে, তিনি মানুষকে তার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, দুনিয়াকে তিনি পরীক্ষার স্থান বানিয়েছেন, দুনিয়ার পরীক্ষায় কৃতকার্য ব্যক্তিদের পুরস্কার হিসাবে তিনি জান্নাত তৈরি করেছেন আর অকৃতকার্যদের শাস্তি দেওয়ার জন্য জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন।

মূলত এটিই জীবন-মৃত্যুর নিগূঢ় তত্ত্ব, পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবসমূহে তার বর্ণনা রয়েছে, সর্বশেষ আসমানি গ্রন্থ কুরআনুল কারিমেও আল্লাহ তায়ালা আরো স্পষ্টরূপে তা বর্ণনা করেছেন। যেহেতু ঐ বিষয়গুলো আকিদা-বিশ্বাসসংশ্লিষ্ট,

আর তা পূর্ণরূপে অবগত হওয়া ছাড়া দিশেহারা অন্তর প্রশান্তি লাভ করতে পারে না, তাই তিনি তার ঐশীবাণীতে এইসব বিষয়ে বিস্তারিত বলেছেন।

কিছু কিছু প্রশ্ন তৈরি হয় মানুষের জানার কৌতূহল এবং সচেতনতার কারণে। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ তার অনুসন্ধানী রুচি ও আগ্রহের কারণে জানতে চায় যে, তার পূর্বপুরুষ কারা ছিলেন, কেমন ছিলেন? তাদের আগে কারা ছিলেন? পৃথিবী সূচনা কবে থেকে? কোন কোন গোত্রের আগমন ঘটেছিল? তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি কীরূপ ছিল? কেমন ছিল তাদের জীবনযাপন পদ্ধতি?

এগুলো ইতিহাসবিষয়ক প্রশ্ন। কিছু প্রশ্নের উত্তর আল্লাহর প্রেরিত গ্রন্থাবলি এবং তার রাসুলগণের বক্তব্যে সংক্ষিপ্তভাবে পাওয়া যায়। অতীত নিয়ে চিন্তাভাবনা করা মানুষের জ্ঞান, দর্শন ও আমলের দীক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এজন্য ওহি এবং নবী-রাসুলদের বাণীতে অতীত সংশ্লিষ্ট বহু নিগূঢ় তত্ত্ব ও তথ্য পাওয়া যায়। তবে ওহি ও রিসালাতের উদ্দেশ্য পূর্ববর্তী লোকদের অবস্থা বর্ণনা করা নয়; বরং মানুষকে পথ দেখানো। তাই অতীত সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য এমন শাস্ত্রের শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক, যেখানে অতীতের প্রতিটি যুগের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত হতে পারি। একেই বলে ইতিহাসশাস্ত্র।

ইতিহাসবিদদের মতে- 'ইতিহাস এমন শাস্ত্র, যাতে পূর্ববর্তী গোত্র, রাষ্ট্র, রাজা-বাদশাহ ও বড় বড় ব্যক্তিত্বের অবস্থা সময়ের ক্রমধারা অনুযায়ী সুবিন্যস্তভাবে সংকলন করা হয়।'

পৃথিবী কখন সৃষ্টি করা হয়

পৃথিবী কখন সৃষ্টি করা হয় এবং মানবজাতির ক্রমবিকাশ কবে থেকে শুরু হয়জ্জশুরু থেকেই এই নিয়ে মতানৈক্য চলে আসছে। বর্তমান ভূ-বিজ্ঞানীরা বলেন, ভূমির বয়স কোটি বছর এবং মানবজাতি লক্ষ বছর ধরে পৃথিবীতে বসবাস করছে। তবে তাদের এই মত যুক্তিনির্ভর; তার কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। ভারত উপমহাদেশের খ্যাতিমান ঐতিহাসিক মাওলানা হিফজুর রহমান সিওহারবি রহ. পৃথিবীর সূচনালগ্ন নিয়ে বিজ্ঞানীদের মতানৈক্য উল্লেখ করার পর এই মতটি তিনি প্রাধান্য দেন যে, পৃথিবীতে সৃষ্টির সূচনা হয় ছ' হাজার বছর পূর্বে। পাশাপাশি তিনি লেখেন যে, তবে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক কিছু বলা মুশকিল। কারণ আমাদের ইলমের উপকরণ খুবই স্বল্প এবং এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করার ক্ষেত্রেও অপ্রতুল। তা ছাড়া প্রাচীন নিদর্শনাবলির সাহায্যেও নিশ্চিতভাবে কোনো ফয়সালা দেওয়া সম্ভব নয়। সর্বোপরি এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, পৃথিবীর জনগোষ্ঠীর মাঝে

চীনা, ভারতীয় এবং মিসরীয়রা সবচেয়ে প্রাচীন জাতি। পশ্চিমা ঐতিহাসিকদের দাবি হলো, ভূ-পৃষ্ঠে এইসব গোত্রের বসবাস ৬ হাজার থেকে দশ হাজার বছরের মধ্যবর্তী সময়কাল হবে। আর এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, পৃথিবীর কোনো জনগোষ্ঠীর কোনোরূপ অস্তিত্ব দশ হাজার বছরেরও আগে পাওয়া যায় না।[১]

হাফেজ ইবনে আসাকির রহ. এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। তিনি মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক-এর বরাতে উল্লেখ করেন যে, হজরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে হজরত নুহ আলাইহিস সালাম পর্যন্ত ১২০০ বছর, হজরত নুহ আলাইহিস সালাম থেকে হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম পর্যন্ত ১০৪২ বছর, হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম থেকে হজরত মুসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত ৫৬৫ বছর, হজরত মুসা আলাইহিস সালাম থেকে হজরত দাউদ আলাইহিস সালাম পর্যন্ত ৫৭২ বছর, হজরত দাউদ আলাইহিস সালাম থেকে হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত ১৩৫৬ বছর, হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম থেকে হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত ৬০০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। সে হিসেবে হজরত আদম আলাইহিস সালামের ইনতেকালের পর থেকে হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত ৫০২০ বছর হয়। আর দুনিয়াতে হজরত আদম আলাইহিস সালামের জীবনকাল ৯৬০ বছরও যদি হিসেব করা হয়, তা হলে দুনিয়ার বয়সকাল আদম আলাইহিস সালামের আগমনকাল থেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মগ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত ৬২৯৫ বছর।[২]

হজরত আদম আলাইহিস সালাম

হজরত আদম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তায়ালা মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এটিই প্রথম মানব সৃষ্টি। তার সৃষ্টিতে মহান স্রষ্টা এমন অভিনব শৈল্পিক নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন, যা অন্যকোনো সৃষ্টির ক্ষেত্রে করেননি। মানব সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই তার মধ্যে অনুভব-অনুভূতি, বোধশক্তি, আবেগের বহিঃপ্রকাশ, সমস্যার উপলব্ধি এবং উপকরণের সঠিক ব্যবহারের যোগ্যতা সকল সৃষ্টি থেকে অধিক পরিমাণে বিদ্যমান।

পৃথিবীর ভাঙা-গড়ার ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো কীরূপ প্রভাব রেখেছে, তা তো দৃশ্যমান। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে ফেরেশতাদের মতো তার ইবাদত করতে বাধ্য করেননি। জিনদের মতো মন্দের প্রতি একেবারে ধাবিতও করেননি। বরং ভালো-মন্দ উভয় কাজের শক্তিই তাকে দিয়েছেন।

---

১. নুরুল বাশার ফি সিরাতি খাইরিল বাশার গ্রন্থের ভূমিকা, পৃষ্ঠা ১৮

২. তারিখে দিমাশক, ইবনে আসাকির, ১/৩১ (দারুল ফিকর, বৈরুত সংস্করণ)

ফেরেশতারা মানুষের ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডেরও পর্যালোচনা করে ফেলে। কারণ ইতিপূর্বে জিনজাতি জমিনে কী ধরনের অনর্থ ও ফ্যাসাদ সৃষ্টি করেছিল, তা ফেরেশতাদের স্মরণে ছিল। ফলে তারা আল্লাহ তায়ালার নিকট বিনীত আবেদন করে যে, হে আল্লাহ, আপনার গুণকীর্তন করার জন্য তো আমরা সদা তৎপর আছি। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

إِنِّيْ أَعْلَمُ مَالاَ تَعْلَمُوْن

আমি যা জানি তোমরা তা জানো না।[৩]

মানুষকে ভালো-মন্দ উভয় কর্মের সামর্থ্য দেওয়া হয়েছে। কারণ আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াকে পরীক্ষার ক্ষেত্র রূপে প্রস্তুত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে পরীক্ষা করতে চান। তার মধ্যে ভালো-মন্দ উভয় কর্মের শক্তি থাকা সত্ত্বেও যদি সে প্রভুর ভয়ে মন্দ থেকে বিরত থাকে এবং নেক আমল করে, তা হলে সে সফল। অপরদিকে সে যদি আল্লাহকে ভুলে গিয়ে মন্দের ক্ষমতা অধিক পরিমাণে কাজে লাগায়, নেক আমলের সামর্থ্য থেকে বিমুখ হয়ে যায়, তা হলে সে দুর্ভাগা, কপাল পোড়া; এই নিগূঢ় রহস্য ফেরেশতারা ধরতে পারেননি।

হজরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ তায়ালা তাকে সম্মাননা-সেজদা করার জন্য ফেরেশতাদের নির্দেশ দেন, যেন সমগ্র জগতের উপর মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। আদম আলাইহিস সালামের সঙ্গদানের জন্য মানবজাতির কোমলশ্রেণি নারীজাতি সৃষ্টির সূচনা হয় হজরত হাওয়া আলাইহাস সালামের সৃষ্টির মাধ্যমে। উভয়কে মেহমানদারির জন্য জান্নাতে পাঠানো হয়। দুনিয়ার প্রথম নারী-পুরুষ খুব স্বল্প সময়ই জান্নাতে অবস্থান করেছেন।

কিন্তু তারা ঐ সংক্ষিপ্ত জীবনে এমন আরাম-আয়েশ, সুকুন ও প্রশান্তি লাভ করে যে, পরবর্তী প্রতিটি মানুষ নিজের ভেতরে জান্নাতের সেই আয়েশ-আকাঙ্ক্ষা লালন করতে থাকে। জান্নাতে খুশি আর খুশি। সেখানে নেই কোনো দুঃখ-দুর্দশা, নেই কষ্ট-ক্লেশের নামনিশানা। সেখানে সকল চাহিদা পূরণ হবে, সকল নেয়ামত সহজলভ্য হবে।

ঈমানদাররা রাসুলগণের মাধ্যমে অবগত হয়েছেন যে, তাদের আসল বাড়ি জান্নাত। সেজন্য অধিক পরিমাণে নেক আমল করতে হবে, যেন নিজ বাড়িতে পৌঁছতে পারে। যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের উপর ঈমান আনেনি, তারা যদিও জান্নাতকে কাল্পনিক বলে তার অস্তিত্ব অস্বীকার করে; কিন্তু তাদের মধ্যে সেই জান্নাতি ফিতরাত ও স্বভাবের কারণে ঠিকই স্বাধীন জীবনযাপন করে থাকে।

৩. সুরা বাকারা, আয়াত ৩০

দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী উপকরণ নিয়ে দৌড়ঝাঁপে তারা মশগুল। তারা জান্নাতি স্বাদ দুনিয়াতেই নিয়ে নেয়। ভোগ-বিলাসের প্রতি এমন আকর্ষণের কারণেই পৃথিবী ফেতনা-ফ্যাসাদের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে।

আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের গোমরাহি ও ভ্রষ্টতার ক্ষেত্রে শয়তানের বড় ভূমিকা রয়েছে। শয়তানদের সরদার ইবলিস হলো জিনের বংশধর। ইবলিস হজরত আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টির বহু আগে ফেরেশতাদের সহচর এবং আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যশীল বান্দা ছিল। কিন্তু হজরত আদম আলাইহিস সালামের মর্যাদা তার থেকে অধিক হতে দেখে সে হিংসার আগুনে জ্বলতে থাকে। নিজেকে সে আদম আলাইহিস সালাম থেকে উত্তম মনে করে। কারণ সে আগুনের তৈরি আর আদম আলাইহিস সালাম মাটির। তাই সে হজরত আদম আলাইহিস সালামকে সেজদা করতে অস্বীকার করে। এই অপরাধে ইবলিসকে আল্লাহ তায়ালা তার দরবার থেকে তাড়িয়ে দেন।

শয়তান অবাধ্য ও জেদি হওয়ার দরুন আল্লাহর কাছে ক্ষমা না চেয়ে কেয়ামত পর্যন্ত সুযোগ চায় হজরত আদম ও তার বংশধরকে পথভ্রষ্ট করতে পারার। আল্লাহ তায়ালা তাকে অনুমতি দেন এবং সবধরনের সামর্থ্য তাকে প্রদান করেন। আদম আলাইহিস সালাম ও তার বংশধর ভয়াবহ পরীক্ষার সম্মুখীন। শয়তানের ছল-চাতুরী থেকে বাঁচতে পারলে এবং মহান স্রষ্টা ও মালিকের শরণাপন্ন হতে পারলে, তখনই সে হবে প্রকৃত সফল ও কৃতকার্য।

হজরত আদম আলাইহিস সালামের প্রতি শয়তানের শত্রুতা ও দুশমনি ষোলোকলায় পূর্ণ হয়। এবার সে স্বয়ং হজরত আদমকেও আল্লাহর কাছে অপরাধী বানাবার চেষ্টা করতে থাকে।

আল্লাহ তায়ালা শয়তানকে এমন যোগ্যতা প্রদান করেন যে, সে অপরের কল্পনা ও মস্তিষ্কের ভেতরে ঢুকে তার সবকিছু অবগত হতে পারে। সে তার এই যোগ্যতা ব্যবহার করে হজরত হাওয়া আলাইহাস সালাম এবং আদম আলাইহিস সালামকে এমন একটি গাছের ফল খাওয়ার জন্য ফুসলাতে থাকে, যার ফল খাওয়া হজরত আদমের জন্য নিষিদ্ধ ছিল।

যখনই হজরত আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালাম ফল খেলেন, সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে জান্নাত থেকে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ আসে। তাদের জান্নাতি পোশাক খুলে নেওয়া হয়। ফলে তারা জান্নাতি গাছের পাতা দিয়ে নিজেদের লজ্জাস্থান আবৃত করতে থাকেন। খুব দ্রুত তাদেরকে পৃথিবীতে অবতরণ করানো হয়। এখানেই মানুষ ও শয়তানের মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

হজরত আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালাম নিজেদের অপরাধের জন্য আল্লাহর কাছে রোনাজারি করতে থাকেন; অথচ শয়তান তার অবাধ্যতা ও হঠকারিতায় অবিচল ছিল।

আল্লাহ তায়ালা হজরত আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালামের তাওবা কবুল করেন এবং সতর্ক করেন যে, শয়তান তোমাদের বংশধরদের প্রকাশ্য শত্রু। অতএব, তার ব্যাপারে সাবধান থাকবে। তিনি এ-ও বলে দেন যে, মানবজাতির হেদায়েত এবং শয়তানের গোমরাহি থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে পথনির্দেশের ধারা জারি থাকবে। যে ব্যক্তি ঐ নির্দেশনা অনুসরণ করবে, সে আখেরাতে শান্তিতে নিঃশঙ্ক থাকবে। আর যে তা এড়িয়ে যাবে, সে কঠিন শাস্তির উপযুক্ত হবে। যেহেতু হজরত আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টি এবং দুনিয়াতে তার আগমনের ঘটনায় মানুষের প্রকৃত ঠিকানা এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের বিষয় নিহিত রয়েছে, তাই কুরআন-হাদিসে এই ঘটনাগুলো সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।[৪]

বুঝা গেল দুনিয়াতে মানুষকে আল্লাহ তায়ালার পাঠানোর পেছনে কারণ হলো, মানুষ তার পরিচয় লাভ করবে, আল্লাহ তায়ালাকে এক মানবে, তার দুয়ারে মাথানত করবে, শরিয়তের বিধান পালন করবে, শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে থাকবে ইত্যাদি। এসবই ছিল হজরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি, তাকে দুনিয়াতে প্রেরণ এবং তার বংশ-বিস্তারের প্রধান রহস্য।

হজরত আদম আলাইহিস সালামের ইনতেকালের পূর্বে তার সন্তানসন্ততির সংখ্যা ৪০ হাজারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।[৫]

এখানে আমাদের ভালো করে বুঝে নেওয়া জরুরি যে, আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টির ঘটনা কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফে বর্ণিত (তাওরাত ও ইনজিলের বর্তমান বিকৃত অবস্থাতেও যার সমর্থন পাওয়া যায়) হয়েছে এই বাস্তবতা তুলে ধরার জন্য যে, সমগ্র মানবজাতি আদম আলাইহিস সালামের বংশধর। সবার পিতা একজন। মানুষ হিসেবে সকলেই ভাই ভাই।

এ থেকে আরেকটি বিষয় উঠে আসে যে, ডারউইনের বিবর্তনবাদ এবং বানর থেকে মানবজাতির সৃষ্টির দাবি আসমানি কিতাব ও ইতিহাসের সাথে সাংঘর্ষিক এবং একদম যুক্তিপরিপন্থি। বিবর্তনবাদের দর্শন অনুযায়ী যদি আদি যুগ থেকে আসতে আসতে এক সময় বানর মানুষে পরিণত হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে বর্তমান বানরগুলো কেন বানরই রয়ে গেল? এখন পর্যন্ত কেন মানুষে

৪. দেখুন সুরা বাকারা, আয়াত ৩০-৩৯; সুরা আরাফ, আয়াত ১১-২৫; সুরা হিজর, আয়াত ২৬-৪২
৫. আলমুখতাসার ফি আখবারিল বাশার, আবুল ফিদা, ১-৯ (হুসাইনিয়্যাহ মিসরিয়্যাহ সংস্করণ)

রূপান্তরিত হল না? বিড়াল কেন সিংহে পরিণত হল না? গাধা কেন আজও ঘোড়ায় পরিণত হলো না?

হজরত আদম আলাইহিস সালাম দুনিয়ায় অবতরণ করলেন। এখানে জান্নাতের মতো নেয়ামত ও সুখ-শান্তি ছিল না। তারপরও মানুষের প্রয়োজন পূরণ করার মতো উপকরণ যথেষ্ট পরিমাণ ছিল। খাওয়াদাওয়া, সতর ঢাকা, বাসস্থানের ব্যবস্থা সহজলভ্য ছিল। মহান স্রষ্টা মানুষকে এসব উপকরণের ব্যবহারবিধি আগেই শিখিয়ে দিয়েছিলেন। হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম গমের দানা নিয়ে আসেন। আদম আলাইহিস সালাম তা জমিনে চাষ করে ফসল উৎপন্ন করেন। আর সেই গম পিষে আটা বানিয়ে রুটি তৈরি করেন।[৬]

জান্নাত থেকে বের হওয়ার সময় হজরত আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালাম গাছের পাতা দিয়ে নিজেদের লজ্জাস্থান ঢেকেছিলেন। দুনিয়াতেও তা ভিন্ন একটি ব্যবস্থার রূপ নিয়েছে, তা হলো দুম্বার পশম দিয়ে কাপড় তৈরি করা। দুম্বার পশম দিয়ে হজরত আদম আলাইহিস সালামের জুব্বা এবং হাওয়া আলাইহাস সালামের কামিজ ও ওড়না বানানো হয়।[৭]

হজরত আদম ও হাওয়ার সন্তান জন্ম নিলো। তাদের মাঝে বিয়ের রীতি চালু হলো। আর এভাবেই আদম আলাইহিস সালামের সন্তানদের বংশ-বিস্তার হতে থাকল।[৮]

বর্তমান বিশ্বের পশ্চিমা গবেষকরা, যারা মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির বয়সকাল লাখো বছর বলে থাকে এবং দাবি করে যে, পৃথিবীর শুরুতে মানুষ বিবস্ত্র ছিল, কাঁচা গোশত চিবাত, বিবাহের কোনো ধারণাই ছিল না তাদের, পুরুষরা কোনো নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করেই নিজেদের যৌনচাহিদা মেটাত, মানুষ হাজার বছর পর রান্নাবান্না, কাপড় পরার পদ্ধতি আয়ত্ত করতে পেরেছে এবং বিয়েশাদিতে অভ্যস্ত হয়েছে; এইসব দাবি সম্পূর্ণ অনুমাননির্ভর; ইতিহাস যাকে প্রত্যাখ্যান করে।

দুনিয়াতে আসার কয়েকশ বছর পর আদম আলাইহিস সালামের সন্তানেরা স্রষ্টার মৌলিক সবক ও শিক্ষা ভুলে যায়, ভ্রান্ত বিশ্বাসের অনুগামী হতে থাকে। তখন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য নবী-রাসুল পাঠানোর ধারা জারি করেন।

---

৬. তারিখুত তাবারি- ১/৯০; হজরত ইবনে আব্বাসের সূত্রে); আলমুনতাযাম- ১/২১১, ২১২

৭. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ১/১০৩

৮. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ১/১০৪